নামাজের হ্যান্ডবুক

উচ্চারণ ও অর্থসহ

KUTUBUDDIN AHMED
ABDULLAH IBN MAHMUD

HANDBOOK OF ISLAMIC PRAYERS

With transliteration & translation

নামাজের হ্যান্ডবুক

HANDBOOK OF ISLAMIC PRAYERS

গ্রন্থসত্ত্ব © সংকলকবৃন্দ
কুতুবউদ্দিন আহমেদ
আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ
২০২২
ঢাকা, বাংলাদেশ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান মিনার
মুফতি জুনায়েদ আহমাদ জামী

বিক্রির জন্য নহে
NOT FOR SALE

উৎসর্গ

মোঃ সা'দত আলী
ও আম্বিয়া খাতুন

জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদের
পরলোকগত পিতামাতা

DEDICATED TO

Md. Saadat Ali
& Ambia Khatun

Deceased parents of
Mr. Kutubuddin Ahmed

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি রাসুল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের কারো দরজায় যদি একটি নদী থাকে এবং সে তাতে দিনে পাঁচবার গোসল করে, তোমরা কি তার গায়ে কোনো ময়লা দেখতে পাবে?' তারা বলল, 'ময়লার চিহ্নও অবশিষ্ট থাকবে না।' রাসুল (ﷺ) বললেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যে পড়ে, তার উদাহরণ এমনই, নামাজের দ্বারা আল্লাহ তার পাপকে মুছে দেন।'

(সহিহ বুখারি, আন্তর্জাতিক সংস্করণ, খণ্ড ১, বই ১০, হাদিস ৫০৬)

Narrated Abu Huraira: I heard Allah's Messenger (ﷺ) saying, "If there was a river at the door of anyone of you and he took a bath in it five times a day would you notice any dirt on him?" They said, "Not a trace of dirt would be left." The Prophet (ﷺ) added, "That is the example of the five prayers with which Allah blots out (annuls) evil deeds."

(Sahih al-Bukhari, Vol. 1, Book 10, Hadith 506)

* (ﷺ) = সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম = Peace Be Upon Him (PBUH)

বাংলা সংস্করণ

সূচিপত্র

কিছু কথা	৪
সংকলক	৫
৫ ওয়াক্ত নামাজ	৯
আজান	১০
ইক্বামাত	১৩
ওযু	১৪
ওযুর গুরুত্ব এবং ফজিলত	১৬
নামাজের নিয়ম	১৭
দোয়া সানা	১৮
আ'উজুবিল্লাহ	১৮
বিসমিল্লাহ	১৮
রুকুর দোয়া	১৯
রুকু থেকে দাঁড়াবার সময় দোয়া	১৯
রুকু থেকে পুরো দাঁড়িয়ে দোয়া	১৯
সিজদার দোয়া	২০
দুই সিজদার মাঝের দোয়া	২১
তাশাহহুদ	২২
সালাওয়াত (দরুদে ইব্রাহীম)	২৩
দোয়া মাসুরা	২৪
সালাম ফেরানো	২৪
নামাজের অঙ্গভঙ্গি	২৫
দুই রাকাত ফরজের নিয়ম	২৭
দুই রাকাত সুন্নতের নিয়ম	২৭
তিন রাকাত ফরজের নিয়ম	২৭
চার রাকাত ফরজের নিয়ম	২৮
চার রাকাত সুন্নতের নিয়ম	২৯
বিতরের নামাজের নিয়ম	২৯
দোয়া কুনুত	৩০
নামাজের ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ	৩১
নামাজের গুরুত্ব এবং ফজিলত	৩৩
জানাযার নামাজের নিয়ম	৩৫
জানাযার দোয়া	৩৬
তারাবিহ নামাজ	৩৭
ঈদের নামাজের নিয়ম	৩৮
তাহাজ্জুদের নামাজ	৪০
সাহু সিজদা	৪০
নামাজের বাহিরের নানা দোয়া ও জিকির	৪১
সূরা ফাতিহা	৪৪
সূরা ফীল	৪৬
সূরা কুরাইশ	৪৮
সূরা মাউন	৫০
সূরা কাওসার	৫২
সূরা কাফিরূন	৫৪
সূরা নাসর	৫৬
সূরা লাহাব	৫৮
সূরা ইখলাস	৬০
সূরা ফালাক্ব	৬২
সূরা নাস	৬৪
সূরা আলাক্বের ৫ আয়াত	৬৬
সূরা ত্বীন	৬৮
সূরা আসর	৭০
সূরা ক্বদর	৭২
আয়াতুল কুরসি	৭৪
পরিশিষ্ট	৭৬

কিছু কথা

নামাজে দাঁড়ালেই ভর করে অন্যমনস্কতা- এ অভিযোগ আছে অনেক মুসল্লিরই। আক্ষেপ বলুন, কিংবা অভিযোগই বলুন, এই অন্যমনস্কতাটি হয় কেন?

সত্যি বলতে, এর আসল কারণ, নামাজে তিলাওয়াত করা কুরআনের আয়াতগুলোর ভাষা আরবি, যা আমাদের মাতৃভাষা নয়। আর সিংহভাগ বাঙালি আরবি বুঝতে বা বলতে পারেও না। তাই না বুঝে মুখস্ত তিলাওয়াত করে নামাজের মাঝে। মাসল মেমোরির মতোই একটা সময় আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ি মনের অজান্তে দোয়া আর সূরাগুলো নামাজে তিলাওয়াত করাতে। অথচ বুঝে পড়লে এমনটি হওয়ার সুযোগ কম।

আমাদের এ বইটির উদ্দেশ্য এ সমস্যাটিরই সমাধান করা। নামাজে দাঁড়িয়ে নিয়মিত যা যা তিলাওয়াত করা দরকার পড়ে তার মোটামুটি সবই আপনি পেয়ে যাবেন এ পুস্তিকায়, ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে দোয়া রাখবেন এ উদ্যোগটির জন্য।

বইটিতে কুরআনের ইংরেজি অনুবাদের বেলায় মুফতি তাকি উসমানির সংস্করণ ব্যবহার করা হয়েছে। আর বাংলা অনুবাদের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সরল বঙ্গানুবাদ।

– সংকলকবৃন্দ

সংকলক

কুতুবউদ্দিন আহমেদ

জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রথম সারির ব্যবসায়ীদের মাঝে অন্যতম, যিনি তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব, দৃঢ় নীতি এবং আত্মপ্রেরণার মাধ্যমে সফলভাবে এনভয় লেগ্যাসি এবং শেল্‌টেক্ গ্রুপ পরিচালনা করছেন। তাঁর জন্ম ১৯৫৬ সালে ঢাকায়। গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা কলেজ এবং সবশেষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা শেষ করে তিনি চাকরি জীবনে প্রবেশ করেন। তবে ১৯৮৪ সালে তিনি নিজেই উদ্যোক্তা হিসেবে, ৪৪টি মেশিন সমন্বিত শুধুমাত্র একটি গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর ব্যবসায়িক যাত্রা শুরু করেন যা পরবর্তীতে বাংলাদেশের পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্পে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে; বছরের পর বছর ধরে এটি বিকশিত হয়ে আজ এনভয় লেগ্যাসি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ১৯৮৮ সালে তিনি আবাসন ব্যবসায় একজন পথিকৃৎ হিসেবে সূচনা করেন শেল্‌টেক্ গ্রুপের, যা আজ নানা শাখা-প্রশাখা মেলে স্থান করে নিয়েছে অন্যান্য বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও, যার মাঝে আছে- শেল্‌টেক্ সিরামিক্স, প্লাটিনাম হোটেলস, শেল্‌টেক্ ব্রোকারেজ, শেল্‌টেক্ ইঞ্জিনিয়ারিং, শেল্‌টেক্ টেকনোলজি, শেল্‌টেক্ কনসাল্টেন্টস, অ্যারোস্পিড, শেল্‌টেক্ হোমস, গ্রাইন্ড টেক, বেঙ্গল মিট ইত্যাদি। ২০০৮ সালে তিনি সূচনা করেন এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেডের যা বাংলাদেশের ডেনিম উৎপাদন শিল্পকে নিয়ে যায় অনন্য উচ্চতায়, অর্জন করে বিশ্বের প্রথম 'লিড প্লাটিনাম' খেতাবও।

জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদের উদ্যমী মনোভাব ও কর্মপ্রেরণা তাঁকে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)-এর সভাপতি এবং মেট্রোপলিটান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই), ঢাকা-র সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত ও সফল মেয়াদের দিকে চালিত করে। তিনি ১৯৯১ সাল থেকে প্রতি বছর সিআইপি খেতাব পেয়ে আসছেন। জনাব কুতুবউদ্দিন আহমেদের খ্যাতি অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক সীমানাও; তিনি ২০২০ সালে স্প্যানিশ রয়্যাল অর্ডার অফ মেরিটের মর্যাদাপূর্ণ নাইট অফিসার উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। শুধুমাত্র ব্যবসায়িক ক্ষেত্র এবং জনহিতৈষী কর্মকাণ্ডই নয়, বরং খেলাধুলায়ও তাঁর বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। তিনি ২০০২ সালের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারে ভূষিত হন এবং বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) মহাসচিব হিসেবেও কাজ করেন। তাঁর সফল এবং গতিশীল শিল্পোদ্যোগের কারণে, তিনি ডেইলি স্টার-ডিএইচএল কর্তৃক 'দ্য বিজনেস পারসন অফ দ্য ইয়ার ২০১৬' হিসেবে সম্মানিত হন। তাছাড়া, ২০১৬ সালে এনভয় টেক্সটাইলস লিমিটেডের জন্য লিড প্লাটিনাম সার্টিফিকেশন অর্জন ছিল তাঁর অসাধারণ সাফল্য। বাংলাদেশের ডেনিম রপ্তানি-অর্থনীতি মূলত কুতুবউদ্দিন আহমেদের দীর্ঘমেয়াদী অবদানের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। ব্যবসায়িক নানা কাজের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সাথেও জড়িত থেকেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন দানশীল, সাংসারিক ও ধার্মিক ব্যক্তিত্ব।

ওয়েবসাইট: www.kutubahmed.info
ই-মেইল: kutub.ahmed@envoytextiles.com
chairman@sheltech-bd.com

আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদের জন্ম ১৯৯২ সালে। শৈশবের গোড়ার ছয়টি বছর তার কেটেছে আরব আমিরাতের দুবাইতে। ২০১১ সালে ঢাকার নটরডেম কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে পাশ করে আন্ডারগ্র্যাড শুরু করেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎকৌশল বিভাগে (EEE)। ২০১৭ সালে বুয়েট থেকে বেরিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের IBA থেকে MBA সম্পন্ন করেন। ভার্চুয়াল জগতে লেখালেখির সূচনা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ঢোকার পর থেকে। বুয়েটে শেষ বর্ষে থাকাকালীন লেখা শুরু করেন জনপ্রিয় রোর বাংলা প্ল্যাটফর্মে, যেখানে জনপ্রিয়তা পায় তার শতাধিক ফিচার; তার লেখাগুলো সাম্প্রতিক সময়েই অর্ধকোটিরও বেশিবার পঠিত হয়। তিনি একাধিকবার 'রকমারি বেস্টসেলার লেখক' পুরষ্কার অর্জন করেন। তার প্রকাশিত নন্দিত ও রকমারি বেস্টসেলার বইগুলোর মাঝে আছে- ইহুদী জাতির ইতিহাস, দ্য প্রফেট (ﷺ), ইসরাইলের উত্থান-পতন, মক্কা মদিনা জেরুজালেম, নিকোলা টেসলা, অতিপ্রাকৃতের সন্ধানে, মোসাদ স্টোরিজ, এলিরিন, আফটার দ্য প্রফেট, ইত্যাদি।

ওয়েবসাইট: www.abdullah-ibn-mahmud.com
ই-মেইল: abdullah30im@gmail.com

মানুষ যেমন ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নয়, এ বইটিও তেমনই পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নয়। বই পড়াকালীন কোনো ভুল চোখে পড়লে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো, সেই সাথে আমাদেরকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো। বইটির পরবর্তী সংস্করণগুলোতে ভুলত্রুটিগুলো সংশোধন করে দেয়ার চেষ্টা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

মন্তব্য ও সংশোধন পাঠানোর জন্য:
abdullah30im@gmail.com

৫ ওয়াক্ত নামাজ

ফজর (صلاة الفجر)
২ রাকাত সুন্নত, ২ রাকাত ফরজ।
'ফজর' শব্দটির অর্থ 'ভোর'।

জোহর (صلاة الظهر)
৪ রাকাত সুন্নত, ৪ রাকাত ফরজ, ২ রাকাত সুন্নত।
'জোহর' শব্দটির অর্থ 'দুপুর'।

আসর (صلاة العصر)
(ঐচ্ছিক ৪ রাকাত সুন্নত), ৪ রাকাত ফরজ।
'আসর' শব্দটির অর্থ 'বিকেল/সন্ধ্যা'।

মাগরিব (صلاة المغرب)
৩ রাকাত ফরজ, ২ রাকাত সুন্নত।
'মাগরিব' শব্দটির অর্থ 'সূর্যাস্ত'।

ইশা (صلاة العشاء)
(ঐচ্ছিক ৪ রাকাত সুন্নত), ৪ রাকাত ফরজ, ২ রাকাত সুন্নত, ৩ রাকাত বিতর ওয়াজিব।
'ইশা' অর্থ 'রাত', 'বিতর' (وتر) অর্থ 'বিজোড়'।

এছাড়াও আছে-

জুম্মা (صلاة الجمعة)
৪ রাকাত সুন্নত, ২ রাকাত ফরজ, ৪ রাকাত সুন্নত
'জুমুআ' শব্দটির অর্থ 'একত্রিত হওয়া'।

ঈদের নামাজ (صلاة العيد)
হানাফি মতে দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ।
শাওয়াল মাসের প্রথম দিন 'ঈদুল ফিতর' (عيد الفطر) এবং জিলহজ্ব মাসের দশম দিন 'ঈদুল আজহা'-র (عيد الأضحى) নামাজ।
'ঈদ' (عيد) অর্থ 'উৎসব'।

আজান

اَللّٰهُ اَكْبَرُ	১	৪ বার
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	২	২ বার
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ	৩	২ বার
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ	৪	২ বার
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	৫	২ বার
اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ	৬	২ বার (কেবল ফজরের ওয়াক্তে)
اَللّٰهُ اَكْبَرُ	৭	২ বার
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	৮	১ বার

উচ্চারণ	অনুবাদ
আল্লাহু আকবার	আল্লাহ মহান
আশহাদু-আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই
আশহাদু-আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল
হাইয়া আলাস সালাহ	নামাজের জন্য এসো
হাইয়া আলাল ফালাহ	সাফল্যের জন্য এসো
আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম (কেবল ফজরের ওয়াক্তে বলতে হবে)	ঘুম থেকে নামাজ উত্তম (কেবল ফজরের ওয়াক্তে বলতে হবে)
আল্লাহু আকবার	আল্লাহ্ মহান
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ	আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই

আজানের জবাব

আজানের জবাব দেয়া সুন্নত। মুয়াজ্জিন যখন আজান দেন তখন হুবহু আজানের বাক্যগুলো উচ্চারণ করা, শুধু 'হাইয়া আলাস সালাহ' এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর জবাবে 'লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ) বলতে হবে।

অর্থ : আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই।

আজানের দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَآئِمَةِ، اٰتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাহ, ওয়াস সালা-তিল ক্বা-'ইমাহ, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহ, ওয়াব্'আসহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাজী ওয়া'আততাহ, ইন্নাকালা তুখলিফুল মী'আদ।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং শাশ্বত নামাজের তুমিই প্রভু! মুহাম্মাদ (সা)-কে ওসীলা তথা জান্নাতের একটি স্তর এবং ফযীলত তথা সকল সৃষ্টির ওপর অতিরিক্ত মর্যাদা দান করুন। আর তাঁকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছে দিন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।'

আজান সংশ্লিষ্ট সুন্নতসমূহ

১। আজানের জবাব দেয়া।

২। যেকোনো একটি দরুদ শরিফ পড়া।

৩। আজান শেষে দোয়া পড়া।

- হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আজান শুনবে তখন তোমরা তার মতো করেই বলবে, এরপর আমার ওপর দরুদ পড়বে। নিশ্চয়ই যে আমার ওপর একবার দরুদ পড়বে আল্লাহ তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করবেন। এরপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওয়াসিলার দোয়া করবে। নিশ্চয়ই তা জান্নাতের এমন এক বিশেষ মর্যাদা যা আল্লাহর একজন বান্দাই পাবে, আমি আশা করছি সেটা আমিই হবো। যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসিলার দোয়া করবে তার জন্য আমার সুপারিশ আবশ্যক হয়ে যাবে।" (সহিহ মুসলিম)
- মুসলিম শরিফের আরেকটি হাদিস আছে, যার সারকথা হলো– যে ব্যক্তি মন থেকে আজানের জবাব দেবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তথ্য

'আজান' (أَذَان) অর্থ 'ঘোষণা ধ্বনি'। ১ম হিজরী সনে আজানের প্রচলন হয় সাহাবী হযরত বিলাল (রা)-এর কণ্ঠে। আজানের কোন বাক্যটি কয়বার বলতে হবে সেটি উল্লেখ করা হয়েছে আরবির পাশে।

ইক্বামাত

নামাজ শুরুর পূর্বে ইক্বামাত দিতে হয়, যার কথাগুলো আজান থেকেই প্রাপ্ত। ইক্বামাত কেবল পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য। ইক্বামাতের বাক্যগুলো হলো–

(৪ বার) আল্লাহু আকবার

(২ বার) আশহাদু-আল লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ

(২ বার) আশহাদু-আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ

(২ বার) হাইয়া আলাস সালাহ

(২ বার) হাইয়া আলাল ফালাহ

(২ বার) ক্বাদ ক্বামাতিস্ সালাহ ["নামাজ আরম্ভ হলো"]

(২ বার) আল্লাহু আকবার

(১ বার) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

ইক্বামাতের জবাব

ইক্বামাতের জবাব দেয়া সুন্নত, ইক্বামাতের জবাব আজানের মতোই শুধু 'ক্বাদ ক্বামাতিস্ সালাহ' (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) এর জবাবে 'আক্বামাহাল্লাহ ওয়াআদামাহা' (اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا) বলতে হবে।

ওযু

সূরা মায়িদায় (৫:৬) ওযুর কথা উল্লেখ রয়েছে। 'ওযু' (الوضوء) মানে হাত-পা ধোয়া, একে 'অর্ধগোসল' বলে অভিহিত করা হয়। পবিত্রতা অর্জনের একটি পন্থা হলো ওযু, যা মুসলিমদের নামাজের পূর্বে বাধ্যতামূলক। কুরআন স্পর্শ করার আগেও ওযু করতে বলা হয়েছে। পুরুষ ও মহিলার ওযু করার পদ্ধতিতে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। সুন্নত অনুযায়ী ওযুর বিস্তারিত পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

- ব্যক্তি নিজে পবিত্রতা অর্জন করার নিয়ত বা ইচ্ছাপোষণ করবে। তবে নিয়ত উচ্চারণ করতে হবে না।
- বিসমিল্লাহ বলবে।
- মিসওয়াক করবে (দাঁত মাজা ও মুখের অভ্যন্তর পরিষ্কার করা)।
- হাতের কব্জিদ্বয় তিনবার ধৌত করবে।
- এরপর তিনবার গড়গড়া করে কুলি করবে। তিনবার নাকে পানি দিবে ও তিনবার নাক থেকে পানি ঝেড়ে ফেলে দিবে।
- মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করবে। মুখমণ্ডলের সীমানা হচ্ছে– দৈর্ঘ্যে মাথার স্বাভাবিক চুল গজাবার স্থান থেকে দুই চোয়ালের মিলনস্থল ও থুতনি পর্যন্ত। প্রস্থে ডান কান থেকে বাম কান পর্যন্ত। পুরুষ তার দাঁড়ি ধৌত করবে। যদি দাঁড়ি পাতলা হয় তাহলে দাঁড়ির ওপর ও অভ্যন্তর উভয়টা ধৌত করবে। আর যদি দাঁড়ি এত ঘন হয় যে চামড়া দেখা যায় না তাহলে দাঁড়ির চামড়ার সাথে লাগানো অংশ ধৌত করবে, আর দাঁড়ি খিলাল করবে।

- এরপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে। হাতের সীমানা হচ্ছে- হাতের নখসহ আঙুলের ডগা থেকে বাহুর প্রথমাংশ পর্যন্ত। ওযু করার আগে হাতের মধ্যে আঠা, রং বা এ জাতীয় এমন কিছু লেগে থাকলে যেগুলো চামড়াতে পানি পৌঁছাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সেগুলো দূর করতে হবে।
- নতুন পানি দিয়ে মাথা ও কানদ্বয় একবার মাসেহ করবে, হাত ধোয়ার পর হাতের তালুতে লেগে থাকা অবশিষ্ট পানি দিয়ে নয়। মাসেহ করার পদ্ধতি হচ্ছে– পানিতে ভেজা হাতদ্বয় মাথার সামনে থেকে পেছনের দিকে নিবে; এরপর পুনরায় যেখান থেকে শুরু করেছে সেখানে ফিরিয়ে আনবে। এরপর দুই হাতের তর্জনী আঙ্গুল কানের ছিদ্রে প্রবেশ করাবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানের পিঠদ্বয় মাসেহ করবে। আর নারীর মাথার চুল ছেড়ে দেয়া থাকুক কিংবা বাঁধা থাকুক, মাথার সামনের অংশ থেকে ঘাড়ের ওপর যেখানে চুল গজায় সেখান পর্যন্ত মাসেহ করবে। মাথার লম্বা চুল যদি পিঠের ওপর পড়ে থাকে সে চুল মাসেহ করতে হবে না।
- এরপর দুই পায়ের টাখনু পর্যন্ত একবার ধৌত করবে।

রাসুল (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার এ ওযুর ন্যায় ওযু করবে এবং একান্ত মনোযোগের সাথে দু' রাকাত সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তির পিছনের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।" [সহিহ মুসলিম]

ওযুর গুরুত্ব এবং ফজিলত

আমরা যেহেতু সকলেই জান্নাতে যেতে চাই, তাই নামাজ পড়ার বিকল্প নেই। হাদিসে নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ওযুকে অর্থাৎ পবিত্রতাকে শর্ত করা হয়েছে ও পবিত্রতাকে (ওযুকে) নামাজের চাবি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া উত্তমরূপে ওযু করার গুরুত্ব ও ফজিলত অনেকগুলো হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কিছু হাদিস এখানে উল্লেখ করা হলো, রাসুল (ﷺ) বলেছেন–

১। "যে ব্যক্তি (উত্তমভাবে) পরিপূর্ণরূপে ওযু করে গিয়ে ইমামের সাথে কোনো ফরজ নামাজ আদায় করলো তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (সহিহ তারগীব ৪০৭)

২। "যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে ওযু করে নামাজের জন্য বের হয়, সে ডান পা ওঠানো মাত্র আল্লাহ তায়ালা তার জন্য নেকী লিখে দেন এবং বাম পা ফেলা মাত্রই আল্লাহ তার গুনাহ মিটিয়ে (মাফ করে) দেন।" (আবু দাউদ ৫৬৩, বায়হাকী ৫২০৯)

৩। "(ঠাণ্ডাজনিত বা অন্য কোনো) কষ্টের সময় ওযুকে পরিপূর্ণ করা, মসজিদে যাওয়া, এক নামাজের পর আরেক নামাজের জন্য অপেক্ষা করা গুনাহসমূহকে ধুয়ে দেয়।" (সহিহ তারগীব ৩১৩)

৪। "যে ব্যক্তি তার ঘরে উত্তমরূপে ওযু করে মসজিদে আসে সে আল্লাহর মেহমান। আর, মেজবানের কর্তব্য হলো মেহমানের সম্মান করা।" (সহিহ তারগীব ৩২২)

৫। "আমি কি তোমাদেরকে গুনাহ মাফ করে দেয় এমন বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেব না?" সাহাবায়ে কেরাম বললেন, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "অপছন্দ বা কষ্টের সময় ওযু পরিপূর্ণ করা। বেশি বেশি মসজিদে যাওয়া, এক নামাজের পর আরেক নামাজের অপেক্ষা করা।" (মুসনাদে আহমাদ ৫/২৭০, সহিহ তারগীব ৪৫৫)

৬। "যখন তোমাদের কেউ ঘরে ওযু করে মসজিদে আসে, সে ফিরে আসা পর্যন্ত নামাজের সওয়াব পায়।" (মুস্তাদরাকে হাকিম, সহিহ ইবনু খোয়াইমাহ)

নামাজের নিয়ম

উপমহাদেশে বেশির ভাগ মুসলমান হানাফি মাজহাব অনুসরণ করে থাকেন। তাই প্রধানত হানাফি মাজহাব অনুসারে নামাজ পড়ার সংক্ষিপ্ত নিয়ম উল্লেখ করা হলো। প্রথমে ফজরের দু' রাকাত ফরজ নামাজের নিয়ম উল্লেখ করা হচ্ছে, এবং এরপর সেই অনুসারে বাকি নামাজের রাকাত সংখ্যা ও নিয়ম একই আদলে তুলে ধরা হবে। ছেলে ও মেয়েদের নামাজের মূল নিয়ম একই হলেও কিছু কিছু জায়গায় পার্থক্য রয়েছে, যা সংশিষ্ট পয়েন্টে উল্লেখ করে দেয়া হবে।

- ওয়াক্ত অনুযায়ী আজান শেষে ইকামাত দিয়ে নামাজ আদায়ের জন্য ওযু সহকারে পরিষ্কার স্থানে বা জায়নামাজে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন। এরপর মনে মনে নামাজের নিয়ত করবেন।
- দুই হাত কান বরাবর উঠাবেন (নারীরা হাত তুলবেন বুক অথবা কাঁধ বরাবর) ও বলবেন, "আল্লাহু আকবার" অর্থাৎ "আল্লাহ মহান"। একে 'তাকবির' বলা হয়, যা পূর্বে লিখিত আজান অংশে উল্লেখিত হয়েছে আরবিসহ। নামাজ শুরুর তাকবিরটি হলো 'তাকবিরে তাহরিমা'। পুরুষ জোরে তাকবির উচ্চারণ করবেন, নারী নীরবে।
- এরপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জিতে ধরবে এবং উভয় হাত নাভির নিচে রাখবে। [চিত্র-১ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা-২৫,২৬]
- মাথা নিচু করবেন এবং সিজদার জায়গার প্রতি তাকিয়ে থাকবেন। এরপর 'সানা', আউজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করবেন নীরবে।

দোয়া সানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ: সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়াবি হামদিকা ওয়া তাবারা কাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুক

অর্থ: হে আল্লাহ! আমরা তোমারই পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি, তোমার নামই বরকতপূর্ণ এবং তোমার গৌরবই সর্বোচ্চ, তুমি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই।

আ'উজুবিল্লাহ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ: আ'উজু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম

অর্থ: বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

বিসমিল্লাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অর্থ: পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

- আ'উজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর এবার সূরা ফাতিহা পড়ুন। শেষ হলে অনুচ্চ স্বরে আমিন বলুন।
- সূরা ফাতিহা শেষ হলে একটি সূরা অথবা তিনটি ছোট আয়াত, যা কমপক্ষে লম্বা একটি আয়াতের সমতুল্য হয় এমনটি পড়ুন।

- অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' তাকবির উচ্চারণ করে রুকুতে যান। দুই হাঁটুর ওপর দু হাতের আঙুলগুলো প্রশস্ত করে এমনভাবে রাখবেন, মনে হবে যেন তিনি তা ধরে আছেন। মাথা ও পিঠ ভূমির সমান্তরাল রাখবেন। [চিত্র-২ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা-২৫,২৬] এরপর কমপক্ষে ৩ বার নীরবে পড়তে হবে-

রুকুর দোয়া

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ: সুবহানা রাব্বিয়াল 'আজীম

অর্থ: আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

- এরপর রুকু থেকে মাথা উঠাবেন এবং বলবেন–

রুকু থেকে দাঁড়াবার সময়

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

উচ্চারণ: সামি 'আল্লাহু লিমান হামিদা

অর্থ: আল্লাহ তার কথা শোনেন যে তার প্রশংসা করে।

রুকু থেকে পুরো দাঁড়িয়ে

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: রাব্বানা লাকাল হামদ

অর্থ: হে আমার প্রভু, সমস্ত প্রশংসা আপনার।

- এরপর তাকবির দিয়ে সিজদায় যাবেন। সিজদায় যাওয়ার সময় দুই হাঁটু প্রথমে রাখবেন, এরপর হাঁটু থেকে আনুমানিক এক হাত সামনে (দূরত্বে) উভয় হাতের তালু কেবলামুখী করে রাখবেন।

উভয় হাতের মাঝে চেহারার সমপরিমাণ ফাঁকা থাকবে এবং আঙ্গুগুলগুলো স্বাভাবিক ফাঁকা রেখে উভয় হাতের মাঝখানে নাক ও কপাল রেখে সিজদা করবেন। দুই কনুই জমিন থেকে উঁচিয়ে রাখবে।

বাহুর উর্ধ্বাংশ বগল, পেট ও রান থেকে দূরে রাখবে। নারীরা এক অঙ্গের সঙ্গে অপর অঙ্গ মিলিয়ে কোমর নিচু করে জড়সড় হয়ে থাকবে। বিপরীতে পুরুষরা কোমর উঁচু করে রাখবে, এক অঙ্গ থেকে অপর অঙ্গ ফাঁক করে রাখবে। [চিত্র-৩ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা-২৫,২৬]

- সিজদাবস্থায় অন্তত তিনবার বলবেন–

সিজদার দোয়া

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

উচ্চারণ: সুবহানা রাব্বি আল-আ'লা

অর্থ: আমি আমার প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি সবার ওপরে।

- এরপর তাকবির দিয়ে মাথা উঠাবেন। বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসবেন। [চিত্র-৪ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা-২৫,২৬] ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখবেন, এ পায়ের আঙুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে। দুই হাত স্বাভাবিকভাবে রানের ওপর রাখবে। হাতের আঙুলগুলো থাকবে কিবলামুখী। (বসার সময় নারীরা পুরুষদের মতো পায়ের ওপর বসবে না। বরং দু'পা ডান দিকে বের করে দিয়ে সরাসরি মাটির ওপর বসবে। বিপরীতে পুরুষরা বাম পা নিচে রেখে তার ওপর বসবে।) অন্তত তিনবার পড়বেন দোয়াটি, এ সময় পড়ার অনেক প্রকারের দোয়াই আছে, একটি দেয়া হলো–

দুই সিজদার মাঝের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফিরলি, ওয়ারহামনি, ওয়াহদিনি, ওয়ারজুকনি।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি রহম করুন। আমাকে আপনি হিদায়েত ও রিযিক দান করুন।

- এরপর তাকবির ('আল্লাহু আকবার') বলে দ্বিতীয় সিজদা করুন। দ্বিতীয় সিজদায়ও কমপক্ষে তিনবার পূর্বের তাসবিহ পড়ুন। বিজোড় সংখ্যায় এর বেশিও পড়া যাবে। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ুন। এ পর্যন্ত প্রথম রাকাত সম্পন্ন হলো।
- এখন দ্বিতীয় রাকাত আরম্ভ হলো। এতে হাত উঠাবেন না, সানাও পড়বেন না, আউজুবিল্লাহও পড়বেন না। তবে আগের মতো বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতিহা ও সঙ্গে অন্য একটি সূরা পড়ে রুকু-সিজদা করবেন।
- দ্বিতীয় সিজদা শেষ করে আঙুলের ওপর ডান পা খাড়া করে বাঁ পা বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর বসে যাবেন। তখন আপনার হাত থাকবে রানের ওপর এবং ডান পায়ের আঙুলগুলো থাকবে কিবলামুখী। মহিলারা বসার সময় ডানদিকে পা বিছিয়ে বসবেন। অতঃপর নিম্নের তাশাহহুদ পড়বেন–

তাশাহহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِاللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ: আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তায়্যিবাত। আসসালামু 'আলাইকা, আইয়্যু হান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আস সালামু আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ: সমস্ত সম্মানজনক সম্বোধন আল্লাহর জন্য। সমস্ত শান্তি-কল্যাণ ও পবিত্রতার মালিক আল্লাহ তাআলা। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

- তাশাহহুদে 'আশহাদু আল-লা ইলাহা' পড়ার সময় শাহাদাত আঙুল উঁচু করে ইশারা করবেন। আর 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় আঙুল নামিয়ে ফেলবেন।
- যদি নামাজ তিন রাকাত বিশিষ্ট হয়, যেমন মাগরিবের নামাজ, তখন প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর আর কিছু পড়বেন না। বরং 'আল্লাহু আকবার' বলে সোজা দাঁড়িয়ে যাবেন। তবে তৃতীয় রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বেন।

আর নামাজ যদি চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ হয়, যেমন জোহর, আসর ও এশার নামাজ, তখন চতুর্থ রাকাতেও শুধু সূরা ফাতিহা পড়বেন। (আর সুন্নত হলে সূরা ফাতিহার সাথে আরেকটি সূরা মিলিয়ে পড়ে নিবেন) এরপর প্রথম দুই রাকাতের মতো রুকু-সিজদা করে দুই রাকাত সম্পন্ন করে শেষ বৈঠকে বসবেন। সেখানে উল্লিখিত পদ্ধতিতে তাশাহহুদ পড়বেন। আর দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাজ হলে সরাসরি বাকি পঠনগুলো নিচের মতো (এর বিভিন্নরূপ পাওয়া যায়, তবে এটিই সবচেয়ে প্রচলিত)-

সালাওয়াত (দরুদে ইব্রাহীম)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ،

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ: হে আল্লাহ, আপনি মুহম্মাদ (ﷺ)-এর প্রতি এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেমনি ভাবে রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি এবং ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারের প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মহাসম্মানিত। হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর পরিবারের প্রতি বরকত নাযিল করুন, যেমনি ভাবে আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি এবং ইবরাহীম (আ)-এর পরিবারের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহাসম্মানিত।

- এরপর পবিত্র কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত যেকোনো দোয়া পাঠ করবেন। যেমন নিচের দোয়া পড়তে পারেন। এটাকে 'দোয়া মাসুরা' বলা হয়।

দোয়া মাসুরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْماً كَثِيْراً وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ، فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ، اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী জলামতু নাফসি জুলমান কাসীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগফিরুজ জুনূবা ইল্লা আনতা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম-মিন 'ইনদিকা, ওয়ার হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ: হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছি। আর গুনাহ তো কেবল আপনিই মাফ করেন। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে মাফ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

- এরপর সালামের কথাগুলো বলতে বলতে ডানে এবং বাঁয়ে মাথা ফেরাবেন। সালাম ফেরানোর সময় আপনার পাশের নামাজি ব্যক্তি (জামাতে আদায়ের সময়) এবং ফেরেশতাদের কথা স্মরণ করবেন। সালামের সময় নিচের কথাগুলো উচ্চারণ করতে হয় ডানে একবার ও বাঁয়ে একবার–

সালাম ফেরানো

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

উচ্চারণ: আসসালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

অর্থ: আপনার ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

ছেলেদের নামাজের অঙ্গভঙ্গি

রুকুকালীন (পিঠ ভূমির সমান্তরাল হবে)

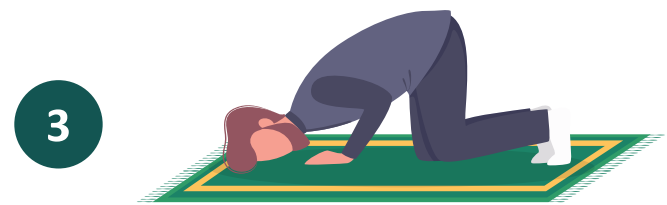

সিজদাকালীন

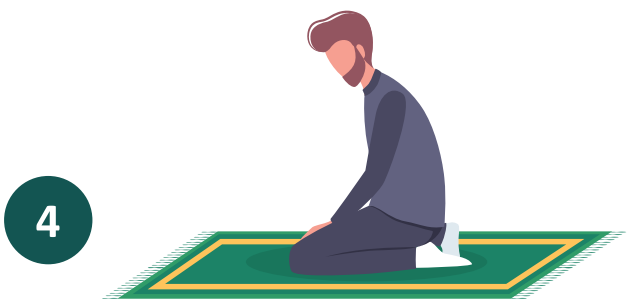

তাশাহহুদকালীন

মেয়েদের নামাজের অঙ্গভঙ্গি

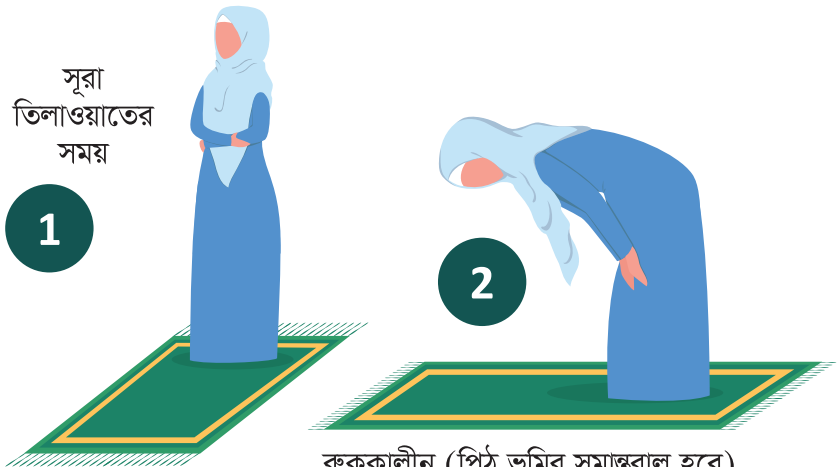

রুকুকালীন (পিঠ ভূমির সমান্তরাল হবে)

সিজদাকালীন

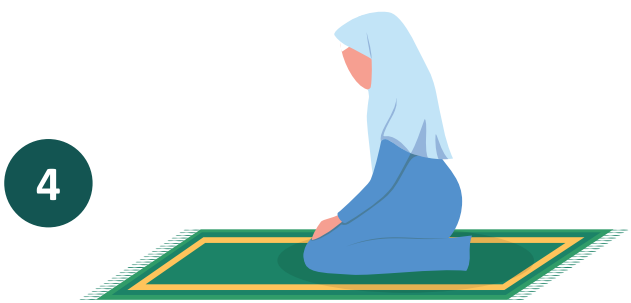

তাশাহহুদকালীন

দুই রাকাত ফরজের নিয়ম

- কেবল ফজর ও জুম্মার নামাজের ক্ষেত্রে দুই রাকাত ফরজ নামাজের বিধান রয়েছে।
- এতক্ষণ ধরে বর্ণিত নিয়মাবলি দুই রাকাত ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দুই রাকাত সুন্নতের নিয়ম

- ফজর, জোহর, মাগরিব ও ইশা'র নামাজের ক্ষেত্রে দুই রাকাত সুন্নত নামাজের বিধান রয়েছে। রামাদান বা রমজান মাসের তারাবিহ নামাজের ক্ষেত্রেও একই কথা।
- এতক্ষণ ধরে বর্ণিত নিয়মাবলি দুই রাকাত সুন্নত নামাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেবল পার্থক্য হলো, নারী ও পুরুষ উভয়েই এক্ষেত্রে সমস্ত কিছু নীরবেই পড়বেন।

তিন রাকাত ফরজের নিয়ম

- কেবল মাগরিবের ক্ষেত্রেই তিন রাকাত ফরজ নামাজের বিধান রয়েছে।
- এক্ষেত্রে প্রথমে পূর্বে উল্লেখিত নিয়মে দ্বিতীয় রাকাতের তাশাহহুদ পর্যন্ত পাঠ করবেন মুসল্লি।
- অতঃপর তাকবির অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে দাঁড়াবেন তৃতীয় রাকাতের জন্য।
- নীরবে একই নিয়মে বিসমিল্লাহ ও সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন।

- এরপর তাকবির দিয়ে রুকুতে যাবেন ও পূর্বে উল্লেখিত দোয়াটি (তাসবিহ) পাঠ করবেন।
- নামাজের বাকি অংশ ঠিক দুই রাকাত নামাজের দ্বিতীয় রাকাতের মতো একইভাবে সম্পন্ন করবেন সালাম ফেরানো পর্যন্ত। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দুইবার বৈঠকে বসতে হলো, একবার দ্বিতীয় রাকাতে এবং একবার তৃতীয় রাকাতে।

চার রাকাত ফরজের নিয়ম

- জোহর, আসর ও ইশা'র ক্ষেত্রে চার রাকাত ফরজ নামাজের বিধান রয়েছে।
- জোহর ও আসরের ফরজ নামাজে নারী ও পুরুষ উভয়েই পুরোটা নীরবে পড়বেন।
- দ্বিতীয় রাকাতের তাশাহহুদ পর্যন্ত দুই রাকাত ফরজ নামাজের মতোই একইভাবে পড়বেন। এরপর তাকবির দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যাবেন।
- অতঃপর বিসমিল্লাহ ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে রুকুতে যাবেন এবং বাকি নামাজ সালাম পর্যন্ত সম্পন্ন করবেন। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য কোনো সূরা পড়বেন না, সরাসরি তাকবির দিয়ে রুকুতে যেতে হবে।

চার রাকাত সুন্নতের নিয়ম

- জোহর ও জুম্মা'র ক্ষেত্রে চার রাকাত সুন্নত নামাজের বিধান রয়েছে।
- চার রাকাত ফরজের নিয়মের সাথেই পুরোপুরি মিলে যায় চার রাকাত সুন্নতের নিয়ম, কেবল এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সবই নীরবে পড়বেন; আর, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আরেকটি সূরা পড়বেন।

বিতরের নামাজের নিয়ম

- বিতরের নামাজ ৩ রাকাত।
- অন্যান্য ফরজ নামাজের ন্যায় দু'রাকাত নামাজ পড়ে প্রথম বৈঠকে বসে তাশাহহুদ পড়বেন।
- তারপর তৃতীয় রাকাত পড়ার জন্য উঠে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য কোনো সূরা বা আয়াত মিলিয়ে পড়বেন।
- ক্বিরাত বা তিলাওয়াত শেষ করার পর আল্লাহু আকবার বলে দু'হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবিরে তাহরিমার মতো হাত বাঁধবেন।
- তারপর নিঃশব্দে দোয়া কুনুত পড়বেন। দোয়া কুনুত পড়ে পূর্বের ন্যায় রুকু, সিজদার পর শেষ তাশাহহুদ, দরূদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে বিতরের নামাজ সমাপ্ত করবেন।
- বিতরের নামাজ নীরবে পড়তে হয়।
- দোয়া কুনুত নিম্নরূপ–

দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ-اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ، اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

উচ্চারণ: উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তা'ঈনুকা, ওয়া নাস্তাগফিরুকা, ওয়া নু'মিনু বিকা, ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আ'লাইকা, ওয়া নুসনী 'আলাইকাল খাইর, ওয়া নাশকুরুকা, ওয়ালা নাকফুরুকা, ওয়া নাখলাউ, ওয়া নাতরুকু মাঁই ইয়াফজুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকানুসাল্লি, ওয়া নাসজুদু, ওয়া ইলাইকা নাস'আ, ওয়া নাহফিদু, ওয়া নারজু রাহমাতাকা, ওয়া নাখশা 'আযাবাকা, ইন্না'আযাবাকা বিল কুফ্ফারি মুলহিক্ক।

অর্থ: হে আল্লাহ আমরা তোমারই সাহায্য চাই, তোমারই নিকট ক্ষমা চাই, তোমারই প্রতি ঈমান রাখি, তোমারই ওপর ভরসা করি এবং সকল মঙ্গল তোমারই দিকে ন্যস্ত করি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞ হয়ে চলি, অকৃতজ্ঞ হই না, এবং যারা তোমার অবাধ্য হয় তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ আমরা তোমারই দাসত্ব করি তোমারই জন্য নামায পড়ি এবং তোমাকেই সিজদা করি, আমরা তোমারই দিকে দৌঁড়াই ও এগিয়ে চলি। আমরা তোমারই রহমত আশা করি এবং তোমার আযাবকে ভয় করি আর তোমার আযাবতো কাফেরদের জন্যই নির্ধারিত।

নামাজের ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ

নামাজ শুরুর আগে যেসব ফরজ রয়েছে সেগুলোকে নামাজের 'আহকাম' বলা হয়। আর নামাজের ভেতরে যেসব ফরজ রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় 'আরকান'। আহকাম ৭টি ও আরকান ৬টি।

নামাজের ফরজসমূহ

- শরীর পাকপবিত্র থাকতে হবে। এজন্য ওযু লাগলে ওযু করতে হবে, গোসল লাগলে গোসল করতে হবে।
- কাপড় পাক থাকতে হবে।
- নামাজের জায়গা পাক থাকতে হবে। নামাজির দুই পা, দুই হাঁটু, দুই হাত ও সিজদার স্থান পবিত্র থাকতে হবে।
- পুরুষের কমপক্ষে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের দু'হাতের কব্জি, পায়ের পাতা এবং মুখমণ্ডল বাদে সমস্ত দেহ ঢেকে রাখতে হবে।
- কিবলামুখী হওয়া।
- ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ পড়া।
- নামাজের নিয়ত করা (মনে মনে)। এ সাতটি নামাজের আহকাম।
- তাকবিরে তাহরিমা (আল্লাহু আকবার) বলা।
- পারতপক্ষে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা।
- ক্বিরাত বা তিলাওয়াত করা।
- রুকু করা।
- সিজদা করা।
- শেষ বৈঠক করা (তাশাহহুদ পর্যন্ত)। এ ছয়টি নামাজের আরকান।

নামাজের ওয়াজিবসমূহ

নামাজের ১৪টি ওয়াজিব রয়েছে।

- সূরা ফাতিহা পাঠ করা।
- সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো।
- নামাজে যে সকল কাজ বারবার আসে ঐ কাজগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা। যেমন রুকু ও সিজদা।
- দুই রাকাত শেষ করে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে যতটুকু সময় লাগে, সে পরিমাণ সময় পর্যন্ত বসে থাকা। একে 'প্রথম বৈঠক' বলে।
- আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা।
- জায়গামতো উচ্চ আওয়াজে ক্বিরাত পাঠ করা। (পুরুষদের)
- জায়গামতো অনুচ্চ আওয়াজে ক্বিরাত পাঠ করা।
- ধীরস্থিরভাবে নামাজ আদায় করা।
- রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
- সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসা।
- সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা।
- প্রত্যেক রাকাতের তারতীব বা ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা অর্থাৎ আগের কাজ পেছনে এবং পেছনের কাজ আগে না করা।
- দোয়া কুনুত পাঠ করা।
- ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবির বলা।

নামাজের গুরুত্ব এবং ফজিলত

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মোট ৮২ বার নামাজের আলোচনা করেছেন এবং অসংখ্য হাদিসে নামাজের অনেক আলোচনা হয়েছে। এতে করে নামাজের গুরুত্ব এবং তাকিদ বোঝা যায়।

আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত, গোলামি তথা আনুগত্য করার জন্য। যেমন, আল্লাহ বলেছেন, "আমি মানুষ এবং জ্বিনকে শুধুমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত, ৫১:৫৬)

ইবাদাত কয়েক ধরনের রয়েছে, যেমন– ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত এবং মুস্তাহাব ইত্যাদি। এসবের মধ্য থেকে ফরজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। সকল ফরজের মধ্যে আবার নামাজের গুরুত্ব সর্বোচ্চ। কারণ নামাজকে জান্নাতের চাবি বলে রাসুল (ﷺ) ঘোষণা দিয়েছেন। (তিরমিযী, মুসনাদ আহমাদ)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সফল মুমিনদের যেসব গুণাবলি উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে প্রথমটিই হলো নামাজকেন্দ্রিক। যেমন- আল্লাহ বলেন, "মু'মিনরা সফলকাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী, নম্র।" (সূরা মুমিনুন ১-২)

এছাড়া আল্লাহ নামাজের মধ্যে বিশেষ এক শক্তি রেখেছেন যার ফলে কেউ সঠিকভাবে নামাজ আদায় করলে নামাজ তাকে অশ্লীল এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত, ২৯:৪৫)

অসংখ্য হাদিসে নামাজের অনেক গুরুত্ব ও ফজিলতের কথা এসেছে। যেমন–

১। রাসুল (ﷺ) বলেছেন, "নামাজ দ্বীনের খুঁটি।" (তিরমিজি ২৬১৬)

২। রাসুল (ﷺ) বলেছেন, "একাকী নামাজ পড়ার চেয়ে জামাতে নামাজ পড়ার ফজিলত ২৭ গুণ।" (বুখারি, মুসলিম)

৩। রাসুল (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ৫ ওয়াক্ত নামাজকে যথাযথভাবে আদায় করবে ঐ নামাজ তার জন্য কিয়ামতের দিন নূর হবে, দলিল হবে এবং মুক্তির কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি সঠিকভাবে আদায় করবে না তার জন্য

কোনো নূর থাকবে না, কোনো দলিল থাকবে না এবং মুক্তির কারণও হবে না। কিয়ামতের দিন সে ফিরাউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালফের সাথী হবে।" (মুসনাদে আহমাদ)

৪। রাসুল (ﷺ)-এর শেষ কথা ছিল, "নামাজ, নামাজ (নামাজকে গুরুত্ব দাও) এবং কৃতদাসের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।" (আবু দাউদ)

৫। রাসুল (ﷺ) বলেন, "তোমরা কি মনে করো যদি তোমাদের কারও ঘরের দরজায় একটি নদী থাকে এবং সেখানে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে?" তারা বললেন, "না, তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না।" তিনি বললেন, "অনুরূপ উদাহরণ হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দ্বারা আল্লাহ বান্দার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।" (বুখারি, মুসলিম)

৬। যখন কোনো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করত রাসুল (ﷺ) তাকে (প্রথমেই) নামাজ শেখাতেন। (মুসলিম শরিফ)

৮। রাসুল (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি লাগাতার ৪০ দিন তাকবিরে 'উলার সাথে জামাতে নামাজ আদায় করবে। তার জন্য দুটি মুক্তির সনদ লিখে দেয়া হবে, একটি জাহান্নাম থেকে মুক্তির, অপরটি মুনাফেকি থেকে মুক্তির।" (তিরমিজি)

৯। রাসুল (ﷺ) বলেছেন, "আমার চোখের শীতলতা নামাজের মধ্যে রাখা হয়েছে।" (মুসলিম শরিফ)

১০। বুখারি এবং মুসলিম শরিফে একটি হাদিসে কুদসী (স্বয়ং আল্লাহর বাণী) উল্লেখ রয়েছে যাতে আল্লাহ ৫ ওয়াক্ত নামাজকে ৫০ ওয়াক্তের সমান সাব্যস্ত করেছেন।

কুরআনের আয়াত এবং বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমে নামাজের গুরুত্ব ও অপরিসীম ফজিলত অনুধাবন করা যায়।

জানাযার নামাজের নিয়ম

জানাযার নামাজ ফরজে কিফায়া, অর্থাৎ সমাজ থেকে কাউকে না কাউকে আদায় করতেই হবে। জানাযার নিয়ত করে চার তাকবিরের সাথে এ নামাজ আদায় করতে হয়। জানাযার নামাজ পড়ার পদ্ধতি হলো–

- মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিকে সম্মুখে রেখে ইমাম ও মুসল্লিদের দাঁড়াতে হবে।
- মুসল্লিরা ওযু করে ইমামের পিছনে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন।
- মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে ইমাম তার মাথার পাশে দাঁড়াবেন। আর মহিলা হলে কফিন বা খাটিয়ার মাঝ বরাবর দাঁড়াবেন। তবে পুরুষ বা নারী উভয় ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তির মাঝ বরাবর দাঁড়ানোতে কোনো দোষ নেই।
- ইমাম তাকবির উচ্চ স্বরে বলবে এবং বাকি দোয়া-দরুদ অনুচ্চ স্বরে পড়বে। মুক্তাদিরা সবই অনুচ্চ স্বরে করবে।
- কাঁধ বা কানের লতি পর্যন্ত দু'হাত উত্তোলন করে আল্লাহু আকবার (প্রথম তাকবির) বলে হাত বাঁধতে হবে অন্যান্য নামাজের মতোই।
- সানা পড়তে হবে।
- দ্বিতীয় তাকবির দিয়ে দরূদে ইব্রাহীম পড়তে হবে। এই তাকবিরে হাত ওঠাতে হবে না।
- তৃতীয় তাকবির দিয়ে হাদিসে বর্ণিত দোয়াসমূহের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে হবে। এই তাকবিরে হাত ওঠাতে হবে না।

জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا ، وَغَآئِبِنَا ، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا . اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ ،وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهٗ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগফির লিহায়্যিনা ওয়া মায়্যিতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া সগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসা-না। আল্লা-হুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফা'আহয়িহি 'আলাল-ইসলাম। ওয়ামান তাওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু 'আলাল ঈমান। আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু ওয়ালা তুদ্বিল্লান্না বা'দাহু।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড় এবং নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে যাদের জীবিত রাখবেন তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং যাদেরকে মৃত্যু দান করবেন তাদেরকে ঈমানের সাথে মুত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার (মৃত্যুতে ধৈর্য্য ধারণের) সওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার (মৃত্যুর) পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না।

- এরপর চতুর্থ তাকবির দিয়ে যথাক্রমে ডানে ও বামে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে জানাযার নামাজ শেষ করতে হবে।

তারাবিহ নামাজ

- তারাবিহ নামাজ রমজানের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইশা ও বিতরের নামাজের মাঝে দুই রাকাত করে করে মোট ২০ রাকাত নামাজ আদায় করতে হয়। জামাতে প্রতিটি নামাজের নিয়ম ফজরের দুই রাকাত ফরজের মত, আর একাকী পড়লে দুই রাকাত সুন্নতের মতই।
- তারাবিহ নামাজের প্রতি চার রাকাত অন্তর অন্তর যেকোনো তাসবিহ-তাহলিল দোয়া-দরুদ পড়া যায়। তবে কুরআন-হাদিসে পাওয়া না গেলেও আমাদের সমাজে একটি বহুল প্রচলিত দোয়া রয়েছে যেটি চাইলে পড়া যেতে পারে, তবে আবশ্যক নয়। দোয়াটি হলো–

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَآئِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণ: সুবহানাজিল মুলকি ওয়াল মালাকূতি, সুবহানাজিল ইজ্যাতি ওয়াল আজমাতি ওয়াল হায়বাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল যাবারূতি সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যিল্লাজী লা ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামূতু আবাদান আবাদান সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার রূহ।

অর্থ: আল্লাহ পবিত্রময় সাম্রাজ্য ও মহত্ত্বের মালিক। তিনি পবিত্রময় সম্মান মহত্ত্ব ও প্রতিপত্তিশালী সত্তা। ক্ষমতাবান, গৌরবময় ও প্রতাপশালী তিনি পবিত্রময় ও রাজাধিরাজ, যিনি চিরঞ্জীব, কখনো ঘুমান না এবং চিরমৃত্যুহীন সত্তা। তিনি পবিত্রময় ও বরকতময় আমাদের প্রতিপালক, ফেরেশতাকুল এবং রূহের প্রতিপালক।

ঈদের নামাজের নিয়ম

- ঈদের নামাজ ছাদবিহীন খোলা জায়গায় আদায় করা সুন্নত। রাসুল (সা) খোলা জায়গায় ঈদের নামাজ আদায় করতেন। যদি খোলা স্থানের ব্যবস্থা না থাকে তবে মসজিদেও ঈদের নামাজ পড়া যাবে।
- ঈদের নামাজের জন্য কোনো আজান ও ইকামত নেই। তবে জুম্মার নামাজের মতোই উচ্চ আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঈদের নামাজ আদায় করতে হয়।
- দুই রাকাত ফরজ নামাজের সাথে ঈদের নামাজের পার্থক্য হলো অতিরিক্ত ৬টি তাকবির দিতে হবে।
- ঈদের নামাজে নিয়ত করে তাকবিরে তাহরিমা অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধতে হবে। এরপর সানা পড়তে হবে।
- অতঃপর অতিরিক্ত তিন তাকবির দিতে হবে। এক তাকবির থেকে আরেক তাকবিরের মধ্যে তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় বিরতি থাকতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় তাকবিরে উভয় হাত উঠিয়ে তা ছেড়ে দিতে হবে। তৃতীয় তাকবির দিয়ে উভয় হাত বেঁধে নিতে হবে।
- এরপর স্বাভাবিক দুই রাকাত ফরজের মতোই নামাজ আদায় করে যেতে হবে যতক্ষণ না দ্বিতীয় রাকাতের সূরা পাঠ শেষ হয়। শেষ হলে, প্রথম রাকাতের মতো তিন তাকবিরেই উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে ছেড়ে দিতে হবে।

- তারপর রুকুর তাকবির দিয়ে রুকু করতে হবে। বাকি নামাজ সাধারণ নিয়মানুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।
- ঈদুল আজহার ক্ষেত্রে হজ্বের দিন ৯ জিলহজ্ব ফজর নামাজ থেকে তাকবিরে তাশরিক পড়া প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। ১৩ জিলহজ্ব আসর পর্যন্ত এ তাকবির পড়তে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ফরজ পড়ার পর উচ্চ আওয়াজে ১ বার তাকবিরে তাশরিক পড়া ওয়াজিব বা আবশ্যক। তারপর চলাফেরা, উঠা-বসা তথা সব সময় একাধিক বার পড়া মুস্তাহাব।

তাকবিরে তাশরিক

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

অর্থ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান; আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান; সব প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য।

তাহাজ্জুদের নামাজ

- তাহাজ্জুদ নামাজ ২ থেকে ১২ রাকাত পর্যন্ত পড়া বর্ণনা পাওয়া যায়। সর্বনিম্ন ২ রাকাত আর সর্বোচ্চ ১২ রাকাত। নবী (ﷺ) ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। তাই ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়াই ভালো। এটি পড়া আবশ্যক নয়, তবে পড়া ভালো। রাতের বেলা কেবল ঘুম থেকে উঠে নফল পড়লেই তা তাহাজ্জুদ হয়।
- সম্ভব হলে ১২ রাকাত তাহাজ্জুদ আদায় করবেন। তবে ৮ রাকাত আদায় করা উত্তম। তা সম্ভব না হলে ৪ রাকাত আদায় করুন। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে ২ রাকাত হলেও তাহাজ্জুদ আদায় করা ভালো।
- তাহাজ্জুদের দুই রাকাত নামাজের নিয়ম ও ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়ম হুবহু একই। সেটিই অনুসরণ করতে হবে। দুই রাকাত করে করে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতে হয়।

সাহু সিজদা

- 'সিজদায়ে সাহু' মানে ভুলের সিজদা। নামাজে কোনো ওয়াজিব ভুলক্রমে ছেড়ে দিলে সিজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে সিজদায়ে সাহু ছাড়া নামাজ পূর্ণ হবে না।
- আপনার ওপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হলে, শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ে ডান দিকে এক সালাম ফেরাবেন।
- এরপর তাকবির বলে নামাজের মতো দুইটি সিজদা করে বসে যাবেন।
- তারপর তাশাহহুদ, দরুদ, দোয়া-মাসুরা পড়ে সালাম ফেরাবেন।

নামাজের বাহিরের নানা দোয়া ও জিকির

রাব্বানা আতিনা (সূরা বাকারা ২:২০১)

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা 'আযাবান্নার।

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোত্তম কল্যাণ দান করো এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করো।

রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণ: রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামী'উল'আলীম

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী!

কালিমা শাহাদাহ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু; ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নাই, তিনি এক ও একক, তাঁর কোনো শরিক বা অংশীদার নাই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসুল।

ঈমানে মুফাসসাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَالْمَوْتِ

উচ্চারণ: আমানতু বিল্লাহি, ওয়া মালায়িকাতিহী, ওয়া কুতুবিহী, ওয়া রুসুলিহী, ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি, ওয়াল ক্বদরি খয়রিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহি তা'আলা, ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত।

অর্থ: আমি বিশ্বাস আনলাম আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসুলগণের প্রতি, কিয়ামতের দিনের প্রতি; তাকদিরের প্রতি, ভাগ্যের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে; মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ

উচ্চারণ: আমানতু বিল্লাহি, কামা হুওয়া বিআসমায়িহি, ওয়া সিফাতিহি, ওয়া কাবিলতু জামি'আ আহকামিহি, ওয়া আরকানিহি।

অর্থ: আমি ঈমান আনলাম সর্বসুন্দর নামধারী ও সর্ববিধ গুণের অধিকারী আল্লাহর প্রতি এবং মেনে নিলাম তাঁর সকল আদেশ ও বিধানাবলি।

নামাজের ভেতরে ও বাইরে এই দোয়া বা জিকিরগুলো বহুল ব্যবহৃত। এবার নামাজে সবচেয়ে বেশি তিলাওয়াত করা সূরাগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।

সূরা ফাতিহা

০ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ

২ اَلرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

৩ مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ

৪ اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ

৫ اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ

৬ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ

৭ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ আলহামদুলিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন।

২ আর রাহমা-নির রাহীম।

৩ মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন।

৪ ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা- কানাসতা'ঈন।

৫ ইহদিনাসসিরা-ত্বল মুসতাকীম।

৬ সিরা-ত্বল্লাজীনা আন'আমতা 'আলাইহিম।

৭ গাইরিল মাগদূ বি'আলাইহীম ওয়ালাদ্ব-লীন।

অনুবাদ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই

২ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াময়

৩ বিচার দিনের মালিক।

৪ আমরা তোমারই উপাসনা করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

৫ তুমি আমাদেরকে চালিত করো সঠিক পথে,

৬ তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছো,

৭ যারা (তোমার) রোষে পতিত হয়নি, পথভ্রষ্টও হয়নি।

কিছু তথ্য

সূরা ফাতিহা ক্রমিকের দিক থেকে পবিত্র কুরআনের প্রথম সূরা, তবে প্রথম নাজিল হওয়া আয়াত নয়। 'ফাতিহা' শব্দটি আরবি 'ফাতহুন' শব্দজাত যার অর্থ 'উন্মুক্তকরণ' (Opening), এর দ্বারা কুরআনের শুরু। সূরা ফাতিহাকে ভেঙে ভেঙে তিলাওয়াতের বিধান নেই। এটিই নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ওপর নাযিলকৃত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা; যদিও প্রথম আংশিক সূরা হিসেবে নাজিল হয় সূরা আলাক্ব। সূরা ফাতিহা একটি দোয়া। একে 'উম্মুল কিতাব', 'উম্মুল কুরআন', 'কুরআনে আযীম' ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সূরা ফীল

০ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১ اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصۡحٰبِ الۡفِيۡلِ

২ اَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِىۡ تَضۡلِيۡلٍ

৩ وَّاَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا اَبَابِيۡلَ

৪ تَرۡمِيۡهِمۡ بِحِجَارَةٍ مِّنۡ سِجِّيۡلٍ

৫ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٍ مَّاۡكُوۡلٍ

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বিআসহা-বিল ফীল।

২ আলাম ইয়াজ'আল কাইদাহুম ফী তাদলীল

৩ ওয়া আরসালা 'আলাইহিম ত্বাইরান আবা-বীল।

৪ তারমীহিম বিহিযা-রাতিম মিন সিজ্জীল।

৫ ফাজা'আলাহুম কা'আসফিম মা'কূল।

অনুবাদ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ তুমি কি দেখোনি তোমার প্রতিপালক হস্তিবাহিনীর সাথে কী আচরণ করেছিলেন?

২ তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেননি?

৩ তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন,

৪ যারা তাদের ওপর কঙ্কর ফেলেছিলো।

৫ তারপর তিনি তাদেরকে (জন্তু-জানোয়ারের) খাওয়া ভূসির মতো করে ফেলেন।

কিছু তথ্য

মক্কায় অবতীর্ণ সূরা ফীল পবিত্র কুরআনের ১০৫তম সূরা। 'ফীল' অর্থ হলো 'হাতি'। ইয়েমেনের গভর্নর হয়ে আবরাহা রাজধানী সানা'তে বিশাল এক গির্জা নির্মাণ করে। কিন্তু তার গির্জার তুলনায় আরবের মক্কার কাবাঘর বেশি জনপ্রিয় থাকায় আবরাহা সেটি গুঁড়িয়ে দেয়ার সংকল্প করে। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দ বা এর আশপাশের সময়ে ৬০,০০০ সেনা আর ১৩টি হাতি নিয়ে আবরাহা মক্কা আক্রমণ করতে এলে এক ঝাঁক পাখি এসে কংকর নিক্ষেপ করে পুরো বাহিনী ধ্বংস করে দেয়। আরবদের কাছে হাতি ছিল প্রায় অদেখা একটি প্রাণী, তাই এই অত্যাশ্চর্য ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে এ বছরটিকে তারা 'হাতিবর্ষ' নাম দেয়। বর্ণিত আছে, হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্ম হয় হাতিবর্ষে। 'আবাবিল' মানে ঝাঁক, পাখি ('ত্বইরান') নয়।

সূরা কুরাইশ

০ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ

২ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ

৩ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ

৪ اَلَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ

৫ وَاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ লি-ঈলাফি কুরাইশ।

২ ঈলাফিহিম রিহ্‌লাতাশ শীতাই ওয়াস সাইফ।

৩ ফালইয়া'বুদূ রাব্বা হাজাল বাইত।

৪ আল্লাযী আত্ব'আমাহুম মিন্ জূও'

৫ ওয়া আমানাহুম মিন খাউফ।

অনুবাদ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ যেহেতু কুরাইশের আসক্তি আছে,

২ আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের,

৩ অতএব তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের প্রতিপালকের,

৪ যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন এবং ভয় হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

কিছু তথ্য

মক্কায় অবতীর্ণ 'সূরা কুরাইশ' পবিত্র কুরআনের ১০৬তম সূরা। মক্কা শহর যেখানে অবস্থিত সেখানে কোন চাষাবাদ হয় না, বাগানও নেই যা থেকে ফল পাওয়া যেতে পারে। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগৃহিত করার ওপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভর করত। হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর প্রপিতামহ হাশেম কুরাইশকে ভিনদেশে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই গ্রীষ্মকালে তারা সিরিয়া সফর করত। ইয়েমেন গরম দেশ হওয়ায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত। বায়তুল্লাহর সেবক হওয়ায় আরবে তারা ছিল শ্রদ্ধার পাত্র। বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। এ সূরায় আল্লাহ কুরাইশদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেন।

সূরা মা'ঊন

০ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ

২ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ

৩ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

৪ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ

৫ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ

৬ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ

৭ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ আরাআইতাল্লাযী ইয়ুকায্যিবু বিদ্দীন।

২ ফাযা-লিকাল্লাযী ইয়াদু'উল ইয়াতীম।

৩ ওয়ালা-ইয়াহুদ্দু'আলা-ত'আ-মিল মিসকীন।

৪ ফাওয়াইলুল্লিল মুসাল্লীন

৫ আল্লাযীনাহুম 'আন সলা-তিহিম সা-হূন।

৬ আল্লাযীনা হুম ইয়ুরাঊন।

৭ ওয়া ইয়ামনা'ঊনাল মা'ঊন।

অনুবাদ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ তুমি কি দেখেছো তাকে যে ধর্ম (বিচারদিবস)-কে অস্বীকার করে,

২ যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়,

৩ আর অভাবগ্রস্থকে অন্নদানে উৎসাহিত করে না?

৪ সুতরাং দুর্ভোগ সেসব নামাজ আদায়কারীর,

৫ যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে উদাসীন,

৬ যারা তা পড়ে লোকদেখানোর জন্য।

৭ আর যারা অপরকে (সংসারের ছোটখাটো) জিনিস দিয়ে সাহায্য করতে চায় না।

কিছু তথ্য

মক্কায় অবতীর্ণ 'সূরা মা'ঊন' পবিত্র কুরআনের ১০৭তম সূরা। এ সূরাকে সূরা আদ-দীন ও সূরা ইয়াতীম নামেও আখ্যায়িত করা হয়। শেষ আয়াতের 'মা'ঊন' শব্দের অর্থ গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত ছোটখাটো জিনিস দান। এই সূরায় কিয়ামতকে অমান্য করার, অনাথের প্রতি কঠোরতার, দরিদ্রদের আহার করাতে রাজি না হওয়ার, লোক দেখানো উপাসনার এবং নামাজে অনীহা ও অমনোযোগী হওয়ার নিন্দার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। হাদিস বিশারদ ইবনে জুরাইজ বলেছেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব একদা এক এতিমকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়ার পরপর এ সূরা নাজিল হয়েছিল।

সূরা কাওসার

০ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১ اِنَّاۤ اَعۡطَيۡنٰكَ الۡكَوۡثَرَ

২ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانۡحَرۡ

৩ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الۡاَبۡتَرُ

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ ইন্না আ'তাইনা-কাল্ কাওসার।

২ ফাসাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার।

৩ ইন্না শানিয়াকা হুয়া'আল আবতার।

অনুবাদ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ আমি তো তোমাকে কাউসার (ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ) দান করেছি।

২ সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ো ও কুরবানি দাও।

৩ যে তোমার দুশমন সে-ই তো নির্বংশ।

কিছু তথ্য

মক্কায় অবতীর্ণ সূরা কাওসার পবিত্র কুরআনের ১০৮তম সূরা। এটি কুরআনের সংক্ষিপ্ততম সূরা, যা দশটি শব্দ এবং বিয়াল্লিশটি অক্ষর নিয়ে গঠিত। 'কাওসার' শব্দটি কুরআনে একবারই ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির মানে 'অফুরন্ত', এমন প্রাচুর্য যা হ্রাস পায় না। সূরাটি নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বলে। জান্নাতের অন্যতম নদী বা ঝর্ণা আল-কাওসার। যে ব্যক্তির পুত্রসন্তান মারা যায়, আরবে তাকে নির্বংশ বলা হতো। রাসুল (ﷺ)-এর শিশুপুত্র যখন শৈশবেই মারা গেলো, তখন কাফিররা তাঁকে নির্বংশ বলে উপহাস করতে লাগল, 'তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তাঁর নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না।' এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাওসার অবতীর্ণ হয়।

সূরা কাফিরূন

০ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১ قُلۡ يٰۤاَيُّهَا الۡكٰفِرُوۡنَ

২ لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ

৩ وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ

৪ وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ

৫ وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ

৬ لَكُمۡ دِيۡنُكُمۡ وَلِىَ دِيۡنِ

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন।

২ লা আ'বুদু মা তা'বুদূন।

৩ ওয়ালা আনতুম আ'বিদুনা মা আ'বুদ।

৪ ওয়ালা আনা আ'বিদুম্মা আবাত্তুম।

৫ ওয়ালা আনতুম আ'বিদুনা মা আ'বুদ।

৬ লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন।

অনুবাদ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ বলো, 'হে অবিশ্বাসীরা!

২ আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা করো,

৩ আর তোমরাও তাঁর উপাসনাকারী নও যার উপাসনা আমি করি।

৪ আর আমি উপাসনাকারী হব না তার যার উপাসনা তোমরা করে আসছো;

৫ আর তোমরাও উপাসনাকারী হবে না তাঁর যার উপাসনা আমি করি।

৬ তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার।'

কিছু তথ্য

মক্কায় অবতীর্ণ সূরা কাফিরূন পবিত্র কুরআনের ১০৯তম সূরা। এটি ইসলামের উত্থানের মুহূর্তে অবতীর্ণ হয়েছে যখন সংখ্যায় অবিশ্বাসীদের তুলনায় মুসলিমরা সংখ্যালঘু এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) প্রবল চাপের মধ্যে ছিলেন। অবিশ্বাসীরা তাকে তাদের ধর্মের (মূর্তিপূজা) পথে ডাকার চেষ্টা করলে তিনি কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই প্রত্যাখ্যান করেন। মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কয়েকজন একবার রাসুল (ﷺ)-এর কাছে এসে বলল– 'আসুন, আমরা পরস্পরের মধ্যে এই শান্তি চুক্তি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের উপাসনা করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের উপাসনা করব।' তখন এ সূরা নাজিল হয়।

সূরা নাস্‌র

০ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

২ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا

৩ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ ইজা যা-আ নাস্‌রুল্লাহি ওয়াল ফাতহ্।

২ ওয়ারা আইতান্ না-সা ইয়াদখুলূনা, ফী দ্বীনিল্লাহি আফওয়া-জা।

৩ ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াস্তাগ ফিরহ্; ইন্নাহু কা-না তাওওয়া-বা।

অনুবাদ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়।

২ আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করতে দেখবে,

৩ তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসায় তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করো ও তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

কিছু তথ্য

মদিনায় অবতীর্ণ সূরা নাস্‌র পবিত্র কুরআনের ১১০তম সূরা। হযরত ইবনে উমার (রা) বলেন, সূরা নাস্‌র বিদায় হজ্বে অবতীর্ণ হয়েছে। এই সূরার আয়াতসমূহ নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে উদ্দেশ্য করে বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের লক্ষণসমূহ পরিস্ফুট হয়ে ওঠা এবং এ বিজয়ের মাধ্যমে দুনিয়াতে মুহাম্মদ (ﷺ)-এর আগমন ও অবস্থানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই সূরাটি নাজিল হয়। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সূরা নাস্‌র নাজিল হওয়ার পর রাসূল (ﷺ) প্রত্যেক নামাযের পর 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ ফিরলি' দোয়াটি পাঠ করতেন। মক্কা বিজয়ের সময় মক্কার কাফিররা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। সূরা নাস্‌রে মানুষের বিজয়ের বা সাফল্যের জন্য সৃষ্টিকর্তার সাহায্যের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

সূরা লাহাব

০ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১ تَبَّتۡ يَدَآ اَبِىۡ لَهَبٍ وَّ تَبَّ

২ مَآ اَغۡنٰى عَنۡهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ

৩ سَيَصۡلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

৪ وَّامۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ

৫ فِىۡ جِيۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিওঁ ওয়া তাব্ব।

২ মা আগনা-'আনহু মা-লুহু ওয়ামা-কাসাব।

৩ সাইয়াসলা-না-রান জা-তা লাহাব।

৪ ওয়ামরাআতুহু; হাম্মা-লাতাল হাত্বাব।

৫ ফী জ্বীদিহা-হাবলুম মিম মাসাদ।

উচ্চারণ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত! আর সে নিজে।

২ তার ধনসম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না।

৩ সে জ্বলবে অগ্নিশিখায়।

৪ আর তার জ্বালানিভারাক্রান্ত স্ত্রীও।

৫ যার গলায় থাকবে খেজুরের আঁশের পাকানো রশি।

কিছু তথ্য

মদিনায় অবতীর্ণ সূরা লাহাব পবিত্র কুরআনের ১১১তম সূরা। এ সূরায় রাসুল (ﷺ)-এর চাচা আব্দুল উজ্জাহ ওরফে আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী উম্মে জামিলের নিকৃষ্ট পরিণাম নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের পার্থিব সম্পদ তাদের কোনোই কাজে লাগবে না পরকালে, যেখানে তারা দোজখের আগুনের জ্বালানি মাত্র।

সূরা ইখলাস

০ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

২ اَللّٰهُ الصَّمَدُ

৩ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

৪ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ।

২ আল্লাহুস সামাদ।

৩ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ।

৪ ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ।

অনুবাদ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ বলো, 'তিনি আল্লাহ (যিনি), এক।

২ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।

৩ তিনি কাউকে জন্ম দেননি ও তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি।

৪ আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।'

কিছু তথ্য

মক্কায় অবতীর্ণ সূরা ইখলাস পবিত্র কুরআনের ১১২তম সূরা। 'ইখলাস' শব্দের অর্থ 'একনিষ্ঠতা', 'নিরেট খাঁটি বিশ্বাস', 'ভক্তিপূর্ণ উপাসনা'। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, মুশরিকরা রাসূল (ﷺ)-কে আল্লাহর বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, 'আল্লাহ তা'আলা কীসের তৈরি, স্বর্ণরৌপ্য অথবা অন্য কিছুর?' এর জবাবে এই সূরা নাজিল হয়। কেউ কেউ বলেন, এটি মক্কায় নয়, বরং মদিনায় নাজিল হয়েছিল ইহুদী বা নাজরানের খ্রিস্টানদের প্রশ্নের জবাবে। হাদিসে এসেছে, সূরা ইখলাস পুরো কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। বুখারি শরীফে এসেছে, একবার এক সাহাবা রাসুল (ﷺ)-এর কাছে এসে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি সূরা ইখলাসকে ভালোবাসি।' তিনি জবাব দিলেন, 'এ ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।'

সূরা ফালাক্ব

০ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১ قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ

২ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ

৩ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ

৪ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الۡعُقَدِ

৫ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ ক্বুল আ'ঊজু বিরাব্বিল ফালাক্ব।

২ মিন শাররি মা খালাক্ব।

৩ ওয়া মিন শাররি গাসিক্বিন ইজা ওয়াক্বাব।

৪ ওয়া মিন শাররিন নাফ্ ফাসাতি ফিল'উক্বাদ।

৫ ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইজা হাসাদ।

অনুবাদ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ বলো, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি ঊষার স্রষ্টার নিকট,

২ তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অমঙ্গল হতে;

৩ অমঙ্গল হতে রাত্রির, যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়।

৪ অমঙ্গল হতে সেসব নারীর যারা গিঁটে ফুঁক দিয়ে জাদু করে।

৫ এবং অমঙ্গল হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসে করে।'

কিছু তথ্য

মদিনায় অবতীর্ণ সূরা ফালাক্ব পবিত্র কুরআনের ১১৩তম সূরা। 'ফালাক্ব' অর্থ 'নিশিভোর'। এই সূরাটি এবং এর পরবর্তী সূরা আন-নাসকে একত্রে মু'আওবিযাতাইন (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দুটি সূরা) নামে উল্লেখ করা হয়। অসুস্থ অবস্থায় বা ঘুমের আগে এই সূরাটি পড়া একটি সুন্নত। এ সূরা দুটো একসাথে নাজিল হয়েছিল। তৎকালীন আরবে ডাকিনীবিদ্যার হাত থেকে রক্ষার্থে এ সূরা দুটো নাজিল হয়েছিল, যা মহানবী (ﷺ)-এর জীবনের বিশেষ একটি ঘটনার প্রতিফলন।

সূরা নাস

০ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

২ مَلِكِ النَّاسِ

৩ اِلٰـهِ النَّاسِ

৪ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

৫ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ

৬ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ ক্বুল আঊজু বিরাব্বিন নাস।

২ মালিকিন্নাস।

৩ ইলাহিন্নাস।

৪ মিন শাররিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাস।

৫ আল্লাজি য়ুওয়াস ইসু ফী সুদূরিন্নাস।

৬ মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস।

অনুবাদ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ বলো, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের নিকট,

২ মানুষের অধীশ্বরের নিকট,

৩ মানুষের উপাস্যের নিকট,

৪ আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে,

৫ যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে,

৬ জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে।'

কিছু তথ্য

মদিনায় অবতীর্ণ সূরা নাস পবিত্র কুরআনের ১১৪তম অর্থাৎ ক্রমিকানুসারে শেষ সূরা। 'নাস' অর্থ 'মানবজাতি'। এই সূরাটি এবং এর পূর্ববর্তী সূরা ফালাক্বকে একত্রে মু'আওবিযাতাইন (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার দুটি সূরা) নামে উল্লেখ করা হয়। অসুস্থ অবস্থায় বা ঘুমের আগে এই সূরা দুটি পড়া একটি ঐতিহ্যগত সুন্নত। এ সূরা দুটো একসাথে নাজিল হয়েছিল। এটি নাজিলের ঘটনা আগের সূরার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এক বর্ণনায় আছে, তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর এবং কুরআনেও এর অনুরূপ অন্য কোনো সূরা নেই। (সুরা ফাতিহার বেলায়ও একই কথা আছে।)

সূরা আলাক্বের ৫ আয়াত

০ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

২ خَلَقَ الْاِنْسٰنَ مِنْ عَلَقٍ

৩ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

৪ اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

৫ عَلَّمَ الْاِنْسٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ ইক্বরা' বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক্ব।

২ খালাক্বাল ইনসা-না মিন'আলাক্ব।

৩ ইক্বরা' ওয়া রাব্বুকাল আকরাম।

৪ আল্লাযী আ'ল্লামা বিলক্বলাম।

৫ আল্লামাল ইনসা-না মা-লাম ইয়া'লাম।

অনুবাদ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন,

২ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে।

৩ পড়ো– তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত,

৪ যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন,

৫ শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।

কিছু তথ্য

মক্কার হিরা গুহায় অবতীর্ণ সূরা আলাক্ব পবিত্র কুরআনের ৯৬তম ক্রমিক সূরা। তবে এ সূরার প্রথম পাঁচ আয়াত সবার আগে নাজিল হয়েছিল কদরের রাত্রিতে। 'আলাক্ব' অর্থ জমাট বাঁধা রক্ত। নবী (ﷺ) এ নাজিলকৃত আয়াত দিয়েই হারাম শরীফে নামাজ পড়া শুরু করেন এবং আবু জাহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলে এর পরের অংশ অর্থাৎ বাকি ১৯ আয়াত নাজিল হয়।

সূরা ত্বীন

০ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১ وَالتِّيۡنِ وَالزَّيۡتُوۡنِ

২ وَطُوۡرِ سِيۡنِيۡنَ

৩ وَهٰذَا الۡبَلَدِ الۡاَمِيۡنِ

৪ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِىۡۤ اَحۡسَنِ تَقۡوِيۡمٍ

৫ ثُمَّ رَدَدۡنٰهُ اَسۡفَلَ سٰفِلِيۡنَ

৬ اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمۡ اَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُوۡنٍ

৭ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعۡدُ بِالدِّيۡنِ

৮ اَلَيۡسَ اللّٰهُ بِاَحۡكَمِ الۡحٰكِمِيۡنَ

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ ওয়াততীনি ওয়াজ্জাইতূন।

২ ওয়া তূরি সীনীন।

৩ ওয়া হা-যাল বালাদিল আমীন।

৪ লাক্বাদ খালাক্বনাল ইনসা-না ফী আহসানি তাক্বওয়ি-ম।

৫ সুম্মা রাদাদ না-হু আছফালা ছা-ফিলীন।

৬ ইল্লাল্লাজীনা আ-মানূ ওয়া'আমিলুসসা-লিহা-তি ফালাহুম আজরুন গাইরু মামনূন।

৭ ফামা-ইয়ুকাযযিবুকা বা'দু বিদ্দীন।

৮ আলাইসাল্লা-হু বিআহকামিল হা-কিমীন।

উচ্চারণ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ শপথ ত্বীন ও যাইতুন ফলের।

২ এবং শপথ সিনাই পর্বতের,

৩ আর শপথ এই নিরাপদ নগরীর!

৪ আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে।

৫ তারপর তাকে আমি নিচু থেকে নিচু করে দিই।

৬ কিন্তু তাদেরকে নয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে; তাদের জন্য তো রয়েছে অশেষ পুরস্কার।

৭ এরপরও কীসে তোমাকে বিচারদিবসকে অস্বীকার করায়?

৮ আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

কিছু তথ্য

সূরা ত্বীন কুরআনের ৯৫তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ। 'ত্বীন' শব্দের অর্থ ডুমুর। সূরার শুরুতে ত্বীন বা আঞ্জীর (ডুমুর), যাইতুন, সিনাই পর্বত এবং মক্কা শহরের কসম বা দোহাই দেয়া হয়েছে। বাইতুল মাকদিস এলাকায় সেযুগে আঞ্জির ও যাইতুন অত্যন্ত গুরুত্ববাহী দুটি ফল ছিল; খাদ্য ও অর্থকরী ফসল হিসেবে এর গুরুত্ব ছিল অসীম। সিনাই পর্বত হলো নবী হযরত মুসা (আ)-এর স্মৃতিবিজড়িত স্থান। আর মক্কা ছিল নবী হযরত ইব্রাহিম (আ) এবং ইসমাইল (আ)-এর স্মৃতিবিজড়িত জায়গা, এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জন্মস্থান।

সূরা আসর

০ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১ وَالۡعَصۡرِ

২ اِنَّ الۡاِنۡسٰنَ لَفِىۡ خُسۡرٍ

৩ اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ ওয়াল আসর।

২ ইন্নাল ইনসা-না লাফী খুসর।

৩ ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুসসা-লিহা-তি ওয়া তাওয়া-সাওবিল হাক্কি ওয়া তাওয়া-সাও বিসসাবরি।

অনুবাদ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ মহাকালের শপথ!

২ নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ,

৩ কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

কিছু তথ্য

সূরা আসর কুরআনের ১০৩ নম্বর সূরা। অধিকাংশের মতে, এটি মক্কায় নাজিল হয়েছে। এ সূরায় স্রষ্টা যুগের কসম করে বলেছেন যে, মানবজাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ এবং এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে– ঈমান বা স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস রাখে, সৎকর্ম করে, অপরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং ধৈর্য রাখার উপদেশ দান করে।

সূরা ক্বদর

০ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

১ اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِىۡ لَيۡلَةِ الۡقَدۡرِ

২ وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ

৩ لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ خَيۡرٌ مِّنۡ اَلۡفِ شَهۡرٍ

৪ تَنَزَّلُ الۡمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوۡحُ فِيۡهَا بِاِذۡنِ رَبِّهِمۡ مِّنۡ كُلِّ اَمۡرٍ

৫ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطۡلَعِ الۡفَجۡرِ

উচ্চারণ

০ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১ ইন্না আনজালনা-হু ফী লাইলাতিল ক্বাদর।

২ ওয়ামা আদরা-কা মা-লাইলাতুল ক্বাদর।

৩ লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহর।

৪ তানাজ্জালুল মালাইকাতুওয়াররূহু ফীহা-বিইযনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমর।

৫ সালা-মুন হিয়া হাত্তা-মাতলা'ইল ফাজর।

অনুবাদ

০ পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১ নিশ্চয়ই আমি এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি কদরের রাত্রিতে।

২ কদরের রাত্রি সম্বন্ধে তুমি কি জানো?

৩ কদরের রাত্রি হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

৪ সে-রাত্রে প্রত্যেক কাজে ফেরেশতারা ও রূহ (জিবরাঈল) অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে।

৫ শান্তি বিরাজমান থাকে ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত।

কিছু তথ্য

মক্কায় অবতীর্ণ সূরা আল-ক্বাদর কুরআনের ৯৭ তম সূরা। শব্দটির অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। এজন্য একে "লায়লাতুল-কদর" তথা "মহিম্মান্বিত রাত" বলা হয়। রাসূল (ﷺ) একবার বনী-ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকেন এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ করেননি। সাহাবীরা একথা শুনে বিস্মিত হলে সূরা ক্বাদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে শুধু এক রাত্রির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

আয়াতুল কুরসি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ، لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ، لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ، یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ، وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

উচ্চারণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম, লা-তা'খুজুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাউম; লাহু মা ফিসসামা ওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদ্; মান জাল্লাজী ইয়াশফা'উ 'ইনদাহু ইল্লা বি ইজনিহ, ইয়া'লামু মা বাইনা– আইদীহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইয়ুহীতূনা বিশাই ইম্ মিন ই'ল্ মিহি ইল্লা বিমা শা'আ, ওয়াসিয়া কুরসিয়্যুহুস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ, ওয়ালা ইয়া উদুহু হিফজুহুমা ওয়াহুয়াল 'আলিয়্যুল আজী-ম।

অনুবাদ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহ– তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি। তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সবই তাঁর। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের (মানুষের) সামনে ও পেছনে যা-কিছু আছে তিনি তা জানেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবীব্যাপী তাঁর আসন, আর তাদের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না। তিনি অতি উচ্চ, মহামহিম।

কিছু তথ্য

আয়াতুল কুরসি সূরা বাকারার ২৫৫তম আয়াত। নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আপনার প্রতি সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন কোন আয়াতটি নাজিল হয়েছে?" রাসূল (ﷺ) বলেছিলেন, "আয়াতুল কুরসি।" বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রতি ফরজ নামাজ শেষে আয়াতুল কুরসি পাঠ করে, তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ছাড়া কোনো কিছু বাধা হবে না।

পরিশিষ্ট

নিরীক্ষকের বক্তব্য

ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত হলো নামাজ। তাই এই ইবাদাতকে যতটা সম্ভব নির্ভুল এবং নিখুঁতভাবে আদায় করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা আমাদের সকলের উচিৎ। নামাজের মাঝে দুটো দিক রয়েছে– বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ। যাকে আমরা শরীর এবং রুহের সাথে তুলনা করতে পারি। নামাজের পূর্ণতার জন্য কোনোটার গুরুত্বই কম নয়। বাহ্যিক বলতে বোঝায় দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা, বৈঠক– ইত্যাদি সুন্নত তরিকায় আদায় করা, আর অভ্যন্তরীণ বলতে বোঝায় অত্যন্ত মনোযোগ ও ধ্যানের সাথে নামাজ আদায় করা। রুহ ব্যতীত যেমন শরীর মূল্যহীন, ধ্যান-জ্ঞান ও মনোযোগ ছাড়াও নামাজের অবস্থা ঠিক তাই। অতএব নামাজকে সুন্নত তরিকায় আদায় করার পাশাপাশি সর্বোচ্চ ধ্যান, জ্ঞান ও মনোযোগের সাথে আদায় করতে হবে। আর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এ বইটি রচিত হয়েছে। নামাজে মনোযোগ সৃষ্টি করার জন্য উম্মতের রাহবার ওলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদিস এবং অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের সামনে কিছু উপায় তুলে ধরেছেন।

প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, নামাজি ব্যক্তি স্বীয় নামাজে যা কিছু পড়েন, যেমন সূরা-ক্বিরাত, দোয়া, দরুদ, তাসবিহ ইত্যাদি অর্থ বুঝে বুঝে প্রতিটি শব্দ খুব খেয়াল করে পড়বেন। এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই নামাজে সাধারণত তিলাওয়াতের সূরা-ক্বিরাত, দোয়া-দরুদ ও তাসবিহসমূহ অত্যন্ত সাবলীল ও সহজভাবে তরজমাসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়, এক হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, এভাবে ইবাদত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ; যদি তুমি তাঁকে দেখতে না-ও পাও, তবে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে দেখছেন। (সহিহ বুখারি) অর্থাৎ নামাজি ব্যক্তি মনে মনে খেয়াল রাখবে যে, আমি সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড়িয়েছি, তিনি আমার সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন, যতটা সুন্দর করে সম্ভব আমি এই নামাজকে খুব যত্ন করে আদায় করে আমি আমার মহান প্রতিপালককে দেখাবো।

তৃতীয়, নামাজি ব্যক্তি একথা মনে করবেন যে, এটাই হয়তো তাঁর জীবনের শেষ নামাজ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন মানুষ যতটা গুরুত্বসহকারে নামাজ আদায় করে আমিও ঠিক ততটা যত্নের সাথে আমার এ নামাজকে আদায় করব।

চতুর্থ, সম্ভব হলে নামাজের শুরুতে এই হাদিসটি স্মরণ করে নেয়া- "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন বান্দার যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেয়া হবে তা হচ্ছে তার নামাজ। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে তার অন্য সকল আমল গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি নামাজ পণ্ড ও খারাপ হয়, তাহলে তার অন্য সকল আমল ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিজি) যে ব্যক্তি নামাজের হিসেব ঠিকঠাক দিতে পারবে, তার অন্যসব হিসেব সহজ হয়ে যাবে।

পঞ্চম, যখন জামাতের সাথে নামাজ আদায় করবেন, তখন ইমামের তিলাওয়াত অত্যন্ত মনোযোগ ও ধ্যানের সাথে শুনবেন। উল্লেখ্য, পুরুষদের ক্ষেত্রে নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে জামাতে পড়াকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

ষষ্ঠ, যখন একাকী নামাজ আদায় করবেন তখন এমনভাবে উচ্চারণ করবেন যেন নিজ কানে শোনা যায়। এতে করেও নামাজে মনোযোগ থাকে।

সপ্তম, নামাজের মধ্যে যখন যেখানে দৃষ্টি দেয়ার বিধান সেখানে খেয়াল করে দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখবেন। যেমন দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার জায়গায়, রুকু অবস্থায় পায়ের অগ্রভাগে, ইত্যাদি।

আশা করি, এ বইটি সকলের উপকারে আসবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন এ বইটির সাথে জড়িত সকলের পরিশ্রমকে কবুল করে নিন। আমিন।

মুফতি জুনায়েদ আহমাদ জামী
ইমাম-খতিব
বশির উদ্দিন রোড জামে মসজিদ, কলাবাগান, ঢাকা

পাঠকের মন্তব্য

পাঠকের মন্তব্য

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ। নামাজ আদায় করতে গিয়ে অধিকাংশ অনারব ব্যক্তিকে বিশেষ যে সমস্যাটির মুখোমুখি হতে হয়, সেটি হলো মাতৃভাষা বা জানা-ভাষা বাদ দিয়ে আরবিতে বিভিন্ন দোয়া ও আয়াত তিলাওয়াত করা, যার বেশিরভাগের অর্থ আসলে অজানাই থেকে যায়। এ বইয়ের মাধ্যমে আমরা যে কাজটুকু করতে চেষ্টা করেছি তা হলো– আজান, ওজু, নামাজের নিয়মাবলিসহ নামাজে সবচেয়ে বেশি যে আরবি পাঠগুলো তিলাওয়াত বা উচ্চারণ করা হয় সেগুলোর সঠিক উচ্চারণ ও অর্থ জানানো, যেন এরপর নামাজে দাঁড়ালে অর্থগুলো মনে পড়ে যায়– হোক সেটা কোনো সূরা, কিংবা কোনো দোয়া এবং এ কাজটি এখানে আপনি আরবির পাশাপাশি ইংরেজি ও বাংলা দু' ভাষাতেই পাবেন। আশা করছি, আল্লাহর রহমতে বইটি আপনার উপকারেই আসবে।

It is obligatory for every Muslim to pray five times a day. And most non-Arabs face the obvious problem doing that- they do not understand the meaning of the recited verses or prayers, as Arabic is not their mother tongue. In this book, we have tried to bridge this gap, mentioning all the prayers and necessary verses for Salah with their proper translation and transliteration in Bangla and English. This will help people understand the recitations during Salah. We hope that this book will facilitate you by Allah's Grace.